৫১২৫

তারিখ ... ... JUL 31 2000
পৃষ্ঠা ১ কলাম ... ৩...

১০৩

মুহসীন হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে গুলিবিনিময়

যুগান্তর রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘর্ষকালে দুই গ্রুপের মধ্যে অর্ধশত রাউন্ড গুলিবিনিময়ের ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, গত শুক্রবার ছাত্রলীগ মুহসীন হল শাখার সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত, আজাদ ও আরিফ হলে বসে মদ খায়। তারা হলে মাতলামিও করে। এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ আজাদকে ১৫ দিনের জন্য হল থেকে বহিষ্কার করে। এতে আজাদ ক্ষুব্ধ হয়। তার ধারণা জন্মে বহিষ্কারের ঘটনায় সাখাওয়াতের ইন্ধন ছিল। এ ঘটনার জের ধরে গত রাত সোয়া ৮টার দিকে আজাদ ১১/১২ জন সশস্ত্র যুবক নিয়ে মুহসীন হলে হামলা চালায়। তারা হলের ভেতর ঢুকে গুলি করে এবং সাখাওয়াতের

মুহসীন : পৃষ্ঠা : ২ কলাম :৮

২০০০ যুগান্তর

মুহসীন : গুলি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

[খোঁ]জ করে। হলে আক্রমণ হয়েছে সংবাদ পেয়ে সাখাওয়াত দলবল নিয়ে পাল্টা গুলি চালায়। উভয়পক্ষের মধ্যে অর্ধশত রাউন্ড গুলিবিনিময় হয়। সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে উভয়পক্ষ সরে পড়ে। এ ঘটনায় এফ রহমান হলসহ অন্যান্য হলেও উত্তেজনা বিরাজ করছে। হলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, রাত সোয়া ৮টার দিকে ছাত্রলীগের শরীয়তপুর, মাদারীপুর গ্রুপের আজাদ একটি সাদা মাইক্রোবাসে ১২ জন সশস্ত্র যুবককে নিয়ে মুহসীন হলের সামনে যায়। এদের মধ্যে ছিল আশরাফ, বড় রিপন, সজল, মামুন, কাসেম, জুয়েল, শফিক ও রেজা। তারা গাড়ি থেকে নেমে এলোপাতাড়িভাবে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে হলের ভেতরে প্রবেশ করে সাখাওয়াত ও ক্যাডার আরিফের নাম ধরে ডাকতে থাকে। একই সময় বাগেরহাট গ্রুপের ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয় বাস ডিপো এলাকা থেকে পাল্টা গুলিবর্ষণ করে। প্রায় ২০ মিনিট গুলিবর্ষণের পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলে মাইক্রোবাসযোগে সশস্ত্র যুবকরা পালিয়ে যায়।